উদয়ের তারতম্যতা প্রকাশ পাইবে। এইপ্রকার জ্ঞানীসাধুসঙ্গেও জ্ঞান উদয়ের তারতম্যতা বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে যদ্যপি অকিঞ্চনা অর্থাৎ অপেক্ষাশূন্য ভক্তিই করিতে হইবে বলিয়া নিখিল শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন এবং মহৎসঙ্গই সেই অকিঞ্চনাভক্তি প্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি সেই অকিঞ্চনা ভক্তিই অভিধেয় হইল, তাহা হইলে সেই ভক্তকে এবং ভক্তিকেই লক্ষণের দ্বারা পরিচয় করা কর্ত্তব্য। তথাপি সেই ভক্তি ও ভক্ত উভয়কে পরীক্ষা অর্থাৎ পরিচয় করাইবার জন্যই অনুবাদ অর্থাৎ পুনরায় উল্লেখ করা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ সেই সেই ভগবৎস্বরূপে এবং ভজন-অঙ্গে শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গপরম্পরাক্রমে ভগবৎকথায় রুচি প্রভৃতি উদয় হইলে, ভগবৎসাম্মুখ্য জন্মিয়া থাকে এবং আনুসঙ্গিকভাবে ভজনীয় শ্রীভগবদাভির্ভাববিশেষে এবং সেই ভগবদাবির্ভাববিশেষের ভজন-মার্গবিশেষেও রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৎপর সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্ববিশেষের বিশেষ জানিবার ইচ্ছার উদ্গম হইলে, পূর্ব্ববর্ণিত মহানুভবগণের মধ্যে একজন হইতেই হউক্ অথবা বহুজন হইতেই হউক্, শ্রবণগুরুরূপে আশ্রয় করিয়া সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার শ্রবণ করিবে। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ, (প্রশংসা-বাক্য) এবং উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা যথার্থ তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করার নাম শ্রবণ। পুনরায় অর্থাৎ শ্রবণের পর অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তির জন্য যে সকল বিষয়গুলি শ্রবণ করিবে, সেই সকল বিষয়ের বিচাররূপ মননও করিবে। তৎপরে শ্রীভগবানের সকল আবির্ভাবেই অর্থাৎ শ্রীরাম, নৃসিংহ, বামনাদিরূপে শ্রীভগবান্ সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন—এইরূপ শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস জন্মে। তৎপর সাধুমুখে শ্রবণাদি করিতে করিতে অনন্ত ভগবৎস্বরূপে নিশ্চলাশ্রদ্ধার উদয় হইলেও কোনও এক বিশেষ ভগবৎস্বরূপে প্রথম সাধুসঙ্গের পর যে রুচিটির উদয় হইয়াছিল, সেই রুচির সহিত নিজ অভীষ্ট দানে অতিশয় সমর্থ কোনও এক বিশেষ আবির্ভাবের ভাবের প্রতি তাহার মনের আকর্ষণ ঘটিয়া থাকে। তখন যে শ্রদ্ধা সাধারণভাবে সকল ভগবৎস্বরূপের প্রতি উদয় হইয়াছিল, কোনও এক বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিজের প্রাণ যাহা চায়, সেই অভীষ্ট প্রদানে এই শ্রীভগবানই অর্থাৎ শ্রীরামই হউন, শ্রীনৃসিংহই হউন অথবা শ্রীকৃষ্ণই হউন, সমর্থ এইরূপ নির্দ্ধারণের পর সেই পূর্ব্ববর্ণিত সাধারণী শ্রদ্ধা সম্যগ্‌ভাবে উল্লসিত বা উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি বিচার এই যে, অনন্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে কোনও এক বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপেই সর্ব্বপ্রকারে